ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 173-183
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.194

শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দ

অলোক চন্দ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 18.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

We are discussing the rhymes and regional words used in the conversations of Shri Anukulchandra Chakravarty. By "conversation," we mean the exchange of words between two or more people. Through such conversations, we often come across rhymes, various metaphors, and diverse expressions. In Anukulchandra's dialogues too, we have found many such rhymes. While speaking, sometimes in response to questions or during deep reflections on life, his conversations brought forth many varieties.

Usually, the authors of traditional rhymes remain unknown. Yet, these rhymes serve as important documents of folk life. However, in the case of Anukulchandra Chakravarty, we find an exception. He created rhymes spontaneously while speaking, drawing inspiration from the flow of conversation. None of the rhymes he shared in his dialogues were pre-composed. Many people discussed life's questions, problems, and aspects of culture and tradition with him. It was through these discussions that the rhymes emerged. These rhymes not only have literary value but also offer solutions to many aspects of social life. We have attempted to discuss these rhymes and their literary significance in our main paper.

Along with the rhymes, we have also included regional words in our paper. There is a reason for this. Anukulchandra was born in Hemayetpur village in present-day Pabna district of Bangladesh. Naturally, he grew up hearing and speaking the local dialect of the Pabna region. His environment was immersed in that language. He used many local words from the Pabna dialect in his conversations. Needless to say, they came naturally to him. These regional words made his language more vibrant and livelier. Therefore, we have inevitably included a discussion of these regional terms in our paper.

Keywords: Conversation, Rhymes in the conversations, Relevance of rhymes, Regional words, Regional language

আলাপন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের মনে যেই বিষয়টি আসে সেটি হল, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথা-বার্তা। আমাদের সাহিত্যেও আমরা এই আলাপন লক্ষ্য করেছি। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন আমরা সাহিত্যের নানান ফর্মে দেখেছি। কোথাও কথোপকথন নিছকই প্রয়োজন পূরণ করেছে, আবার কোথাও প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়িয়ে সে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই সমৃদ্ধ করার পথে সে সঙ্গী করে নিয়েছে উপমা, ছড়া, বিভিন্ন অলংকার, আঞ্চলিক শব্দ, গল্প ইত্যাদি নানান বিষয়কে।

আমাদের আলোচনার বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছি অনুকূলচন্দ্রের আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার। আপাতদৃষ্টিতে দুটো আলাদা বিষয় মনে হলেও, আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী এই বিষয় দুটোকে একসঙ্গে

আলোচনা করলেই আলাপনের অন্তরের সহজ-সরল রূপ এবং এই সরলতার ভেতর দিয়ে তার সাহিত্যিক স্বাদুতা আমরা বুঝতে পারব।

বাংলা সাহিত্যে আলাপন তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে অনেক আগেই। সেই চর্যার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে। আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়ার ভূমিকা, ছড়াগুলো কিভাবে এল এবং এর সাহিত্যিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। সেইসঙ্গে পাবনা অঞ্চলের কথ্য ভাষার ব্যবহার তাঁর ছড়া এবং আলাপের ভাষাকে কতখানি জীবন্ত করে তুলেছে সেটা নিয়ে। আমরা প্রথমেই আলোচনা করব ছড়া নিয়ে।

ছড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, ছড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রামাণিকতা কিছু পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয়, এক বা একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন ছড়ার পেছনে। পরবর্তীতে লোকমুখে প্রচারিত হতে-হতে সেগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এমনও অসম্ভব নয় যে, দুই বা তার বেশিজন মিলে একটা ছড়া তৈরি করেছেন আবার কোন ছড়ার প্রথম ও শেষ লাইনের মধ্যে অনেকদিনের সময়ের ব্যবধানও থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যাই হোক, ছড়াকে বলা যায় লোকচর্যার দলিল। সহজ-সরল ভাবে, দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথাকে, অনেক জটিল তত্ত্বকথাকে ছড়া তার সরল অবয়বে প্রকাশ করেছে।

ছড়ার উৎপত্তি এবং রচয়িতা সম্বন্ধে সঠিক দলিল আমাদের কাছে নেই। তবে এগুলো যে গ্রাম বাংলার ফসল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের নানা দিক, বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভাল-মন্দ দিক ছড়ার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের ছড়াগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি যে, এগুলো তাঁর নিজের রচনা আর জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল সবকিছুই তিন সহজ-সরল ভাবে ছড়ায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছড়ার মধ্যে দিয়ে অনেক জটিল তত্ত্বকথাকে, সদাচারের বিভিন্ন তুকগুলোকে, রোজকার জীবনের খুটিনাটি অনেক বিষয়কে, না জানা কথাগুলোকে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরা।

অনুকূলচন্দ্রের ছড়া বলার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মানুষের মনের গভীরে ঢুকে তাদের আসল সমস্যার কথা বুঝতে চাইতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন,

> "ছড়াগুলির মধ্যে crude psychology (মৌলিক মনস্তত্ত্ব) অনেক আছে। এর দ্বারা একটা মানুষকে পুরোপুরি চেনা যায়।"[১]

শুধু তাই না, মানুষের ভাল-মন্দ, সমস্ত কিছুরই খতিয়ান সেখানে। একটা মানুষ নিজেকে নিজেই চিনে নিতে পারে ছড়ার মধ্যে দিয়ে। এইজন্যই অনুকূলচন্দ্র ছড়াগুলোকে 'জীবন-পঞ্জিকা' বলেছেন,

> "ওটা যেন একটা জীবন-পঞ্জিকার মতো।"[২]

ছড়ার ভাষার মধ্যে একটা সাবলীলতা আছে। আগাগোড়াই তিনি সহজপাচ্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। ভাষালক্ষী এখানে তার সাজ ছেড়ে সহজ ভূমিকায়। আসলে তিনি চেয়েছিলেন যে, ছড়ার ভাষা এমন হবে, যেন খুব সাধারণ মানুষও অন্য কারোর সাহায্য ছাড়া সেই বোধের জগৎ-এ পৌঁছাতে পারে। আর সেইজন্যই তিনি বলতেন,

> "ছড়ার কথাগুলি খুব ল্যাংটা আছে। যারা লেখাপড়া বেশী জানে না তারাও বোঝে।"[৩]

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ব্যবহৃত ছড়াগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। তাঁর বলা ছড়াগুলো অনুশ্রুতি গ্রন্থের ৭ টি খণ্ডে বিষয় অনুযায়ী লিপিবদ্ধ আছে। ছড়ার সংখ্যা ৮৯২৩ টি। এই ছড়াগুলোর মধ্যে একমাত্র যেগুলো আলাপনের প্রসঙ্গে এসেছে সেগুলি নিয়েই আমরা আলোচনা করব। আলাপনের সূত্র ধরে বা অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বা কথোপকথন প্রসঙ্গে অনেক ছড়া তিনি বলেছেন, আমরা শুধুমাত্র সেই ছড়াগুলো নিয়েই আলোচনা করব।

আমরা প্রথমে অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে আছে এমন কিছু ছড়া নিয়ে এখানে আলোচনা করব। সূত্রাকারে আমরা কিছু ছড়া এখানে তুলে ধরছি।

১. "তুমি যেমন রামের প্রতি
রামও তোমার | তেমনি,
ভাল করলে | ভাল পাবে
মন্দেও মন্দ | সেমনি।"[৪]
(দীপরক্ষী, চতুর্থ খণ্ড)

২."যা আছে কাজ সবগুলিকে
ত্বরিত কর নিষ্পাদন,
নইলে তুমি কোন্ ফাঁকেতে
হারিয়ে ফেলবে শুভক্ষণ।"[৫]
(দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড)

৩. "নিদেশ ব'য়ে চল্‌লি না তুই
অনুশীলন তো করলি না,
চর্য্যাক্রিয়া মর্জিহারা
সুফল তা'তে ফল্‌ল না।"[৬]
(দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড)

৪. "অবিদ্যা যা' জানাই উচিত
করণীয় নয়কো তা',
বিদ্যাটাই তো পালনীয়
বোঝায় করায় সর্ব্বথা।"[৭]
(দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড)

৫. "ভাগ্য ফোটে কোনখানে?
নিষ্ঠাপ্রীতির পরিচর্য্যায়
সৎ নিষ্পাদন যেইখানে।"[৮]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

৬. "ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট র'লে
ব্যতিক্রম তোরে ধরবে কি?
জীবনীয় পরাক্রমে
শিষ্ট চলায় বাড়বে ধী।"[৯]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

৭. "কৃতি ছাড়া আসে না ভৃতি
ভৃতি ছাড়া ধৃতি কোথায়?
ধৃতি যাহার নাইকো ভালে
বিভব সে-জন পাবে কোথায়?"[১০]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

৮. "সত্তাস্বস্তি রাখতে সুস্থ
সময়ে প্রতিষেধক নিও,
সাবধানেতে চ'লো ফিরো
অত্যাচারকে বিদায় দিও।"[১১]
(দীপরক্ষী, দশম খণ্ড)

৯. "এক লহমার একটু বেতাল
একটু বেসামাল,
দক্ষতাহীন বেতাল চলন
ভাঙ্গেই জীবনতাল।"[১২]
(দীপরক্ষী, দশম খণ্ড)

১০. "নিষ্ঠা যাতে যেমনতর
নেশাও সেথা তেমনি,
যেখানে যেমন নেশা থাকে
চলনও হয় সেমনি।"[১৩]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

১১. "নিষ্ঠা থাকলে নেশা হয়
নেশাই কিন্তু ঝোঁক,
অস্খলিত নিষ্ঠা যেমন
জীবনেও তেমনি রোখ।"[১৪]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১২. "নিষ্ঠাভাঙ্গা চলন নিয়ে
চলিস নাকো কোনদিন,
অমৃত সে চলন হ'লেও
বিষিয়েই চলে দিন-দিন।"[১৫]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১৩. "সারা জীবন যদি বেদপাঠ কর
কিছুই কিন্তু পাবে না,
যদি তাকে তুমি সমীচীনভাবে
না-ই কর কাজে সঞ্চারণা।"[১৬]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১৪. "মনের তাফাল যতই থাকুক
সেগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ রাগদীপনায়
থাকিস্ চলতে হৃদয় দিয়ে।"[১৭]
(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

১৫. "শুধু পড়াতেই হয় নাকো পাঠ
হাতেকলমে করা চাই,
হাতেকলমে করবে যত
সত্তায়ও ফুটবে তেমনি তাই।"[১৮]
(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১৬. "চলার ব্যাঘাত যেমনি এলো
আঘাত এলো ধেয়ে-
অদূরেই ঐ দুর্দ্দশাটি
চলে মিটির চেয়ে।"[১৯]
(প্রতুলদীপ্তি, প্রথম খণ্ড)

প্রথম ছড়াটিতে তিনি বললেন আমাদের ভাল-মন্দ সমস্তটাই নির্ভর করে আমাদের নিজেদের কাজের ওপর। আমরা ভাল কিছু করলে ভাল ঘটবে, আর মন্দ কাজের ফল মন্দই হবে। আবার পরের ছড়াতে তিনি স্পষ্ট করেছেন, যেকোন কাজ দ্রুত এবং সময় নষ্ট না করে, করে ফেলা উচিৎ। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করলে অর্থাৎ সময়ের কাজ সময়ে না করলে সেই কাজেরও মূল্য থাকে না।

তৃতীয় ছড়ায় তিনি নির্দেশ অনুযায়ী না চললে এবং অনুশীলন নির্ভর না হলে শুভ ফল যে পাওয়া যায় না সেই বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। পরবর্তী ছড়ায় তিনি আমাদের অবিদ্যা এবং বিদ্যা দুটো বিষয়ই জানতে বলেছেন। অবিদ্যা জেনে সেগুলো না করা এবং বিদ্যা যেগুলো সেটা অভ্যাসে রাখার কথাই বলতে চেয়েছেন। আবার পঞ্চম ছড়াটিতে তিনি বলতে চেয়েছেন, সৎ ভাবে এবং যেকোন কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করলে তার বা তাদের অর্থাৎ যারা কাজটির সঙ্গে যুক্ত তাদের ভাগ্য ফোটে অর্থাৎ প্রসন্ন হয়।

ষষ্ঠ ছড়ায় অনুকূলচন্দ্র বলেছেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যদি আমরা ইষ্ট বা আদর্শকে নিয়ে চলি এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-পথে চলার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের 'ধী' (জ্ঞান)[২০] বৃদ্ধি পাবে। পরের ছড়াতে শব্দচয়নে তিনি পটুত্ব দেখিয়েছেন। কৃতি, ভৃতি, ধৃতি এবং বিভব শব্দগুলোকে নিয়ে, সেইসঙ্গে শব্দগুলোর অর্থকে পরস্পর যুক্ত করে আমাদের সবার জীবনের চলার পথকে নির্দেশ করেছেন। কৃতি অর্থাৎ সাধনা[২১] ছাড়া আমরা পূর্ণতা পেতে পারব না। আর জীবনে পূর্ণতা ছাড়া আমাদের চিত্ত স্থির হয় না। আর এই স্থিরচিত্ততাই আমাদের ঐশ্বর্য।

অষ্টম ছড়ায় তিনি সহজভাবে বলেছেন যে, আমাদের সত্তাকে সুস্থ রাখতে চাইলে সময়মত প্রতিষেধক নিতে আবার পরের ছড়াতে দক্ষতাহীনভাবে চলনে চললে, সেটা অল্প সময়ের জন্য হলেও আমাদের জীবনের ছন্দপতন ঘটতে পারে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ ছড়াতে অনুকূলচন্দ্র নিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিষ্ঠা যার প্রতি বা যেখানে থাকে, আমাদের জীবনও তেমনি হয়। আর আমাদের নিষ্ঠা যদি বিকৃত জিনিসের প্রতি হয় তাহলে আমাদের জীবন সেইভাবেই গড়ে ওঠে।

আমরা অনেকেই সারাজীবন ধরে নানা শাস্ত্র পাঠ করি। এইপ্রসঙ্গে অনুকূলচন্দ্র তাঁর ছড়াতে বলেছেন, আমরা যতই বেদ বা বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ি না কেন, শাস্ত্রোক্ত কথাগুলো যদি বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করতে না পারি তাহলে সবই ব্যর্থ হবে। পরবর্তী ছড়ায় তিনি মনের নানারকম সমস্যা থাকলেও সবসময় হৃদয় দিয়ে চলতে বলেছেন। আবার শুধু পুথিগত বিদ্যাই যে আমাদের জন্য সবকিছু না সেইসঙ্গে হাতে-কলমে বাস্তবে করার ভেতর দিয়েই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেই কথা তিনি ১৫ নম্বর ছড়ায় বলেছেন। আমাদের নির্বাচিত শেষ ছড়াটিতে তিনি আমাদের জীবনে চলার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি বললেন, আমাদের চলার ব্যাঘাত যখনই এবং যেই পথ ধরে আসে তখনই আমাদের জীবনেও বিভিন্ন রকম ব্যাঘাত নেমে আসে। আমরা অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপন থেকে আলাপনেরই প্রসঙ্গে যেই ছড়াগুলো এসেছে সেখান থেকে কিছু ছড়া নিয়ে এখানে আলোচনা করলাম। এই ছড়াগুলোতে তিনি জীবনে চলার পথের বিভিন্ন তুকগুলো আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

এবারে আমরা অনুকূলচন্দ্র তাঁর আলাপনে যেই সমস্ত ছড়া ব্যবহার করেছেন সেগুলোর ছন্দ নির্ণয়ের চেষ্টা করব। প্রথমেই আমরা তাঁর আলাপন থেকে কিছু ছড়া এখানে তুলে ধরছি। —

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১. “হয়েছে যা’ | সবই যে ভূত = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

তাতেই যে তোর | বসবাস, = ৪+৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ভূতেই যে তোর | জীবন-স্ফুরণ = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ভূতেই যে তোর প্রাণন-শ্বাস।”[২২] = ৪+৩

(দীপরক্ষী, চতুর্থ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

২. “চিন্তা-চলন | উন্মুখতায় = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

গুপ্ত বিরোধ | যা’র মনে, = ৪+৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

দৈন্যভরা উল্‌টো স্বপন = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

প্রায়ই ওঠে সেইখানে।”[২৩] = ৪+৩

(দীপরক্ষী, চতুর্থ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৩. “ভক্তিনত | অন্তরেতে = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

দণ্ড যারা | ভিক্ষা নেয়, = ৪+৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

নিষ্ঠানিপূণ | কৃতিযোগে = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

উচ্ছলাতে | যায়ই যায়।”[২৪] = ৪+৩

(দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৪. “নিষ্ঠা যদি | নিরেট না হয় = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

অস্খলিত | অনুরাগ, = ৪+৩

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

যত বড় | হোক না কেন = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ব্যর্থতা তার | থাকেই জেগে।”[২৫] = ৪+৪

(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৫. “অসৎ বুদ্ধির | ভাঁওতা দিয়ে = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

স্বার্থসেবায় | চলবি যত, = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

আসবে বিপদ | দরিদ্রতা = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

অমনি ক'রে | তেমনি তত।"[২৬] = ৪+৪

(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৬. "কোথায় কেমন | কী ভাব নিয়ে = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

কেমন করে | চলবে তুমি = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সব অবস্থায় | শিষ্টভাবে = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ঐটি করাই | নিষ্ঠাভূমি।"[২৭] = ৪+৪

(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৭. "থাকিস্ যদি | বাকপটু তুই = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

পূজার রকম | চালচলনে, = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

পটু তা'তে | নিজেই হবি = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সত্তাও র'বে | উচ্ছলনে।"[২৮] = ৪+৪

(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৮. "তাড়ন-পীড়ন | শাসনেও যার = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

হয় না নিষ্ঠা | প্রকম্পিত, = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

শিষ্ট ব'লে | তারেই নিও = ৪+৪

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ব্যক্তিত্ব তার | নয় স্খলিত।"[২৯] = ৪+৪

(দীপরক্ষী, একাদশ খণ্ড)

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৯. "চলার ব্যাঘাত | যেমনি এলো = ৪+৪

১১ ১১ ১১
আঘাত এলো | ধেয়ে- = ৪+২
১১১১ ১১১১
অদূরেই ঐ | দুর্দ্দশাটি = ৪+৪
১১১১ ১১
চলে মিটির | চেয়ে।"[৩০] ৪+২
(প্রতুলদীপ্তি, প্রথম খণ্ড)

ছড়াতে আমরা দেখি স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার। তাই স্বরবৃত্ত ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বলা হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল, তিনটি পূর্ণ পদ ও একটি অপূর্ণ পদ থাকে। পূর্ণ পদগুলো ৪ মাত্রার হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দে মুক্ত দল হয় ১ মাত্রার এবং রুদ্ধ দল হয় ১ মাত্রার। স্বরবৃত্ত ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে মাথায় রেখে আমরা আলাপনে ব্যবহৃত ছড়াগুলোর ছন্দ নির্ণয় করব।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছড়ায় আমরা দেখলাম তিনটি পূর্ণ মাত্রার পদ রয়েছে। পূর্ণ মাত্রার পদগুলো ৪ মাত্রার আর অপূর্ণ পদটি ৩ মাত্রার। আবার চতুর্থ ছড়াটিতে তিনটি পূর্ণ পদ ৪ মাত্রার এবং একটি অপূর্ণ পদ ৩ মাত্রার, সেইসঙ্গে পরের পঙক্তিতে আবার প্রতিটি পদই ৪ মাত্রার হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ছড়ায় প্রতিটি পদ পূর্ণ পদ এবং ৪ মাত্রার। নবম ছড়াটি তিনটি পূর্ণ পদ ৪ মাত্রার এবং একটি অপূর্ণ পদ ২ মাত্রার রয়েছে। অর্থাৎ একথা বলতেই হয় যে, স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে পুরোপুরি মানা হয়েছে।

ছন্দের আলোচনার পর আমরা ছড়ায় অলংকারের ব্যবহার নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমরা আলাপনে ব্যবহৃত ছড়াগুলোর অলংকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি অনুপ্রাস অলংকারের প্রাধান্য। আলাদা করে আর ছড়ার উদাহরণ না নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই যেই ছড়াগুলো উল্লেখ করেছি সেখান থেকেই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি। ছাড়ার ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যেই ছড়াগুলো নিয়েছি তার মধ্যে প্রথম ছড়ায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে 'তেমনি' ও 'সেমনি' শব্দ দুটির মধ্যে অন্ত্যমিল আছে। এখানে অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে। এছাড়া 'ত', 'ল' বর্ণের ব্যবহার এবং ভাল ও মন্দ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়ে বিরোধাভাস অলংকারেরও সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় ছাড়াতেও আমরা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির শেষে অন্ত্যমিল দেখি। চতুর্থ ছড়ায় বিদ্যা ও অবিদ্যা শব্দ দুটির মধ্যে বিরোধাভাস লক্ষ্য করা যায়। সপ্তম ছড়ায় কৃতি, ধৃতি ও ভৃতি প্রভৃতি শব্দগুলো পরপর বসে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে। অষ্টম ছড়ার দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষে 'দিও' এবং 'নিও' শব্দ দুটোর মধ্যে অনুপ্রাস অলংকার হয়েছে। নবম ছড়াটিতে 'ল' বর্ণের পরপর ব্যবহার অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে। ১১ নম্বর ছড়ায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনের শেষে 'ঝোক' ও 'রোখ' শব্দ দুটির মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার হয়েছে। দ্বাদশ ছড়াটিতেও 'ল' ও 'ন' বর্ণের ব্যবহার ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে। আবার ১৫ নম্বর ছড়ায় 'চাই' ও 'তাই' এবং ১৬ নম্বর ছড়ায় 'ধেয়ে' ও 'চেয়ে' শব্দগুলোর মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ব্যবহৃত কিছু ছড়া নিয়ে আমরা ছন্দ ও অলংকার নিয়ে আলোচনা করলাম। তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, সাহিত্য সৃষ্টির কোন লক্ষ্য তাঁর ছিল না। প্রশ্নোত্তরের সময় কিম্বা কথোপকথনের সময় কথাপ্রসঙ্গে তিনি ছড়াগুলো বলেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও ছড়াগুলো সাহিত্যগুণ বঞ্চিত নয়।

জীবনের প্রথম ৫৮ বছর অনুকূলচন্দ্র কাটিয়েছেন তাঁর জন্মস্থান পাবনার (বর্তমান বাংলাদেশ) হেমায়েতপুর গ্রামে।[৩১] স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার আঞ্চলিক ভাষার ছাপ তাঁর আলাপনে রয়েছে। বলাবাহুল্য পাবনা অঞ্চলের কথ্য ভাষার ব্যবহার তাঁর আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছে, আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আমরা এইরকম কিছু আঞ্চলিক শব্দ এবং কিছু উদাহরণ এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখ করছি,

'গিছি', 'খাইছি', 'ছাড়িছি', 'খাইছে', 'কইতাম', 'পোড়ায়ে', 'পারবনে', 'দিছি', 'করিছ', 'রাখিছে', 'কোস', 'ফুটিছে', 'যেয়ে', 'করিছেন', 'পড়িছে', 'বুঝায়ে', 'শুনবনে', 'ভাবিছিলাম', 'সারে', 'আইছিস', 'কইছিলাম', 'কব', 'কবি', 'কচ্ছি', 'আইছিল', 'কওয়ার', 'কনে', 'কও', 'কইতে', 'লাগতিছে', 'কচ্ছি', 'কয়ে', 'কওয়া', 'কই', 'কলাম', 'করিছিস', 'আইছিস', 'আইছিল', 'কলে', 'লাগবিনি', 'আইছেন', 'কচ্ছি', 'কলেম', 'তুলিছিস', 'নিছিস', 'মারিছিল', 'আইছে', 'হইছে', 'আনিছিস', 'গিছিল', 'মারিছি', 'থাকবিনি' ইত্যাদি। এবারে আমরা কিছু বাক্য এখানে তুলে ধরছি,

১. "তুই চুড়ি পরিছিস্, হার গলায় দিছিস্, আংটিও আছে। তোর মহাভাগ্যি।"[৩২]

২. "করিছে একেবারে সুখের চরম। দুধ দিয়ে আঁচাইছে, ঘোল দিয়ে ছুচিছে, আবার সন্দেশ দিয়ে হাতেমাটি করিছে।"[৩৩]

৩. "চাকরী আর-একটা ধরা লাগে। আর ঋণ করিস ক্যা?"[৩৪]

৪. "এখন কায়দা ক'রে যদি ক'রবের পারেন তো দেখেন। আমাকে ক'বেন না।"[৩৫]

৫. "নয় বছর, তাহলে আর তাকে স্কুলে দেবা কী! বাপ-বেটায় ব'সে কি মা-বেটায় ব'সে কাছে নিয়ে গল্প করা লাগে। গল্প করতে-করতে সব কওয়া লাগে।"[৩৬]

৬. "তুই কখন আলি?"[৩৭]

৭. "আর কেডা আ'লো?"[৩৮]

তাঁর আলাপনে আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দের এই আমদানি একেবারেই বেমানান হয় নি। ছড়ার মধ্যেও অনেক আঞ্চলিক শব্দ রয়েছে। এগুলো তাঁর আলাপনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। সপ্তম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ৮৪।

২. তদেব, নবম খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

৩. তদেব, দশম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ১২৭।

৪. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬, পৃ. ৬১।

৫. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৪০২, কলকাতা ১২, পৃ. ৬৭।

৬. তদেব, পৃ. ১৬৭।

৭. তদেব, পৃ. ২৯০।

৮. তদেব, অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ১৩১।

৯. তদেব, পৃ. ১৩২।

১০. তদেব, পৃ. ১৪৩।

১১. তদেব, দশম খণ্ড, কলকাতা ০৬, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ১২৫।

১২. তদেব, পৃ. ১২৬।

১৩. তদেব, অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ১৮৫।

১৪. তদেব, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ২৯।

১৫. তদেব, পৃ. ৩৭।

১৬. তদেব, পৃ. ৫১।

১৭. তদেব, অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ৮১।

১৮. তদেব, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ১০৩।

১৯. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি। প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ০২।

২০. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। প্রথম খণ্ড, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১১৬০।

২১. বিশ্বাস শৈলেন্দ্র। সংসদ বাংলা অভিধান। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ২০৪।

২২. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। চতুর্থ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬, পৃ. ১২৪।

২৩. তদেব, পৃ. ১২৪।

২৪. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী, অষ্টম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬; পৃ. ১৩১।

২৫. তদেব, একাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ২৬১।

২৬. তদেব, পৃ. ৭০।

২৭. তদেব, পৃ. ৭৯।

২৮. তদেব, পৃ. ১৩৫।

২৯. তদেব, পৃ. ১৪০।

৩০. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি, প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ০২।

৩১. (ক) দত্তরায়, ব্রজগোপাল। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ড, তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৮, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৬৯।

(খ) ভোরা, পরেশ। মহাজীবন (অখণ্ড সংস্করণ) । তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ২৭২।

৩২. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি। প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬, পৃ. ০২।

৩৩. সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৭; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২১; পৃ. ৩৮।

৩৪. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী, দ্বিতীয় খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২১, পৃ. ৫৮।

৩৫. তদেব, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯, কলকাতা ১২, পৃ. ২৪৩।

৩৬. তদেব, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬, পৃ. ১।

৩৭. তদেব, সপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬, পৃ. ২১৬।

৩৮. তদেব, পৃ. ২১৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। দ্বিতীয় খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২১।

২. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। চতুর্থ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ০৬।

৩. চক্রবর্তী, অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। পঞ্চম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৪০২, কলকাতা ১২।

৪. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। সপ্তম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬।

৫. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। অষ্টম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬।

৬. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। নবম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, কলকাতা ০৬।

১০. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। দশম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬।

১১. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সঙ্কলক। দীপরক্ষী। একাদশ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬।

১২. চক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র, চক্রবর্তী মণিলাল, সঙ্কলক। প্রতুলদীপ্তি। প্রথম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০২৪, কলকাতা ০৬।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। প্রথম খণ্ড, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা - ০৯।

১৪. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র। সংসদ বাংলা অভিধান। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪, কলকাতা ০৯।

১৫. দত্তরায়, ব্রজগোপাল। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। দ্বিতীয় খণ্ড, তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৮, কলকাতা ০৯।

১৬. ভোরা, পরেশ। মহাজীবন (অখণ্ড সংস্করণ)। তপোবন প্রকাশন, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২৪, কলকাতা ০৯।